আপনার জিজ্ঞাসা

জবাব দিচ্ছেন - মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

নাহিদ, যশোর

প্রশ্ন -১. টাখনু গিরা স্পর্শ করে কাপড় পরা যাবে না মর্মে সহীহ হাদিস রয়েছে। কিন্তু টাখনু গিরার নীচে কাপড় পরলে যে সকল বৈজ্ঞানিক অপকারিতা আছে সেগুলো জানতে চাই।

উত্তর : আসলে বৈজ্ঞানিক অপকারিতা যদি কিছু থেকে থাকে সেটি তো এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন। কোরআন হাদিসে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

গোলাম মোস্তফা

প্রশ্ন -২. হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়ার বিয়ের মোহরানা ছিলো ১০বার দরুদ শরীফ পড়া। কথাটা কি কোরআন হাদিস সম্মত ?

উত্তর : এ জাতীয় বক্তব্যের পক্ষে কোন সহীহ দলিল নেই।

মোঃ তৈমুর রহমান, ঢাকা

প্রশ্ন -৩. প্রত্যেকবার ওমরাহ করার জন্য কি আয়েশা মসজিদে গিয়ে নিয়ত করতে হবে?

উত্তর : আয়শা মসজিদে আসলে ইহরামের নির্ধারিত স্থান নয়। লোকেরা আয়শা মসজিদকে ইহরামের স্থান হিসেবে ব্যবহার করে, এ কাজটি কোরআন হাদিস সমর্থিত কাজ নয়। এখান থেকে ওমরাহের নিয়ত করলে সেটি শুদ্ধ হবে না। দ্বিতীয়বার ওমরাহ করতে হলে আবার দেশে আসতে হবে এবং ইহরাম বাধার স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। এটাই সঠিক নিয়ম।

প্রশ্ন -৪. পিতামাতা, স্বামী -স্ত্রীসহ আপনজনদের নামে কি ওমরাহ করা যাবে?

উত্তর : জ্বি না, কারও পক্ষে বা নামে ওমরাহ করার কোন বিধান নেই। তবে আপনি ওমরাহ করার পরে তাদের জন্য দোয়া করতে পারবেন। বদলি হজ্ব করা যায় তবে ওমরাহ নয়।

প্রশ্ন -৫. ওমরার নিয়ত করে শুধু তওয়াফ এবং সাঈ করা যাবে কি?

উত্তর : ওমরার সময় কেবল তওয়াফ এবং সাঈ করতে হবে। অন্য সময় কেবল তাওয়াফ করতে হয়।

প্রশ্ন -৬. আমি ওমরাহ করার নিয়ত করলাম এভাবে নিয়ত করে ওমরাহ করতে হবে কি?

উত্তর : আল্লাহুম্মা ইন্নিউরিদুল ওমরাহ বলা যায়। এর তরজমা আপনার বক্তব্যে এসেছে। এছাড়া তালবিয়া বলেই নিয়্যতের কাজ হয়ে যায়।

আলমগীর, ঢাকা

প্রশ্ন -৭. কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ কিনা?

উত্তর : জ্বি না, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ নয়।

আবদুল্লাহ আল ফারুক, ঢাকা

প্রশ্ন -৮. সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকদের নিকট থেকে নেওয়া সুদ এগুলো বান্দার হক। বিচার দিবসে ঐ সুদদাতা কোন ব্যক্তির কাছে ঐ সুদের কারণে পাপের পরিবর্তে বিনিময় দাবি করবে?

উত্তর : এ বিষয়টি জানা এত বেশি জরুরী বলে মনে হয় না। এ বিষয়টি আল্লাহই ঠিক করবেন কে কার কাছে চাইবে। তবে সুদ দাতা, গ্রহীতা এ কাজের সহযোগিতাকারী সকলের উপরে আল্লাহর লানত।

মুশফিকুর রহমান

প্রশ্ন -৯. কেউ বলেন তওবার দ্বারা সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় আবার কেউ বলেন বান্দার হক তওবার দ্বারা মাফ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা মাফ না করেন। কোনটি সত্য ?

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ, এ ব্যাপারে কোরআন হাদিসে দলিল রয়েছে যে যদি কেউ বান্দার হক নষ্ট করে তাহলে বান্দার নিকট থেকে ক্ষমা না নিলে বা হক ফিরিয়ে না দিলে তিনি ক্ষমা পাবেন না এবং তাকে কেয়ামতের দিন নেকী দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে এমনকি

যার হক নষ্ট করেছেন তার গুনাহও নিতে হবে। যে সকল গোনাহের সম্পর্ক কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে বিদ্যমান সেগুলো তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়া যায় যেমন নামায রোযা ইত্যাদি।

মিজানুর রহমান, ঢাকা

প্রশ্ন -১০. শুনেছি হাফেজগণ কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী হতে পারবেন। হাফেজরাও তো অনেকে দোযখে যাবে তাহলে কিভাবে সুপারিশ করবে?

উত্তর : যিনি দোযখী হবেন ঐ হাফেজ কারও জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভকারী হাফেজে কোরআন কেবল সুপারিশ করতে পারবেন।

প্রশ্ন -১১. কোথায় কাকে দান করার সওয়াব বেশি। মসজিদে? মাদ্রাসায় ? লিল্লাহ বোর্ডিং -এ? নাকি মিসকিন ভিক্ষুককে ?

উত্তর : এটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। যেখানে প্রয়োজন বেশি সেখানে দান করার সওয়াবও বেশি। যদি মসজিদের অভাবে কোথাও লোকজনের নামাজ পড়তে কষ্ট হচ্ছে এমনটি দেখা যায় তাহলে সেখানে মসজিদ নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্যদিকে কোন মানুষে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের অভাব দেখা দিলে তাকে সাহায্য করলে সওয়াব বেশি হবে। এখানে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে সাওয়াবের ব্যাপারে সেগুলো হলো হালাল রুজী থেকে দেওয়া হচ্ছে কিনা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হচ্ছে কিনা এবং ত্যাগের পরিমাণ কতটুক‌ুএবং প্রয়োজন কতটুকু। আর সর্বোপরি সওয়াবের পরিমাণ আল্লাহই ঠিক করবেন। এর কোনটিতেই সওয়াবের পরিমাণ বেশি বা কম এভাবে পার্থক্য করার কোন সুযোগ নেই।

মজিবুল হক, উত্তরা, ঢাকা

প্রশ্ন -১২. আমি হালাল হারাম মিলিয়ে ৭০/৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি বাড়ি করেছি। এখন আমি অনুতপ্ত। বাড়ি বিক্রি করে দান সদকাহ করাও সম্ভব নয়। আমার নিকট স উপার্জিত ২ লক্ষ টাকা আছে ঐ টাকা দান করে দিলে আমি ৭০ গুণ সওয়াব পাব কি? যদি তাই হয় তবে আমার হারাম উপার্জিত টাকার দায়মুক্তি হতে পারে কিনা?

উত্তর : জ্বি না বিষয়টি আপনি যেভাবে ভাবছেন সেরকম নয়। হারাম উপার্জন ের পুরোটাই দিয়ে দিতে হবে। তাকে পাওয়া না গেলে গরীবদের দান করে দিতে হবে। অস উপায়ে টাকা উপার্জন করে ২ লক্ষ টাকা দিয়ে ৭০ গুণ সওয়াব পাওয়ার এ ধরনের আশা করা জেনে বুঝে গর্হিত অন্যায় । কারণ দায়মুক্তি এক জিনিস আর দান খয়রাত অন্য জিনিস। যে টাকা আপনি অবৈধ পথে উপার্জন করেছেন ঐ পরিমাণ টাকাই আপনাকে দান করতে হবে। তাই সারাজীবনই আপনাকে দান খয়রাত করে যেতে হবে সাধ্যমত ।

আতিকুর রহমান, গাজিপুর

প্রশ্ন -১৩. হাশরের মাঠ এবং কেয়ামতের মাঠের মধ্যে পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : হাশরের মাঠ এবং কেয়ামতের মাঠের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন -১৪. মসজিদে মুল জামাত হয়ে যাবার পরে কয়েকজন মিলে আবার জামাত করে নামাজ পড়া যাবে কি?

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ , আবার জামাত করে পড়া যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে এটি কোন নিয়মিত অভ্যাস না হওয়া উচিত।

মুজিবুর রহমান, ঢাকা

প্রশ্ন -১৫. কেয়ামতের বিচারে কত সময় বা দিন লাগবে?

উত্তর : কেয়ামতের দিবস অনেক লম্বা হবে। আমাদের সময়ের হিসেব আর সেই দিনের সময়ের হিসেব এক নয়। মূলত এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন।

প্রশ্ন -১৬. বেহেস্তি পুরুষ হুর পাবে আর মহিলারা কি পাবে? অবিবাহিত যুবতীরাই বা বেহেস্তে কি পাবে?

উত্তর : বেহেস্তে গেলে সকলেই খেদমতগার পাবে। পৃথিবীর নারী-পুরুষের পার্থক্যের বিষয়টি বেহেস্তে এভাবে নাও থাকতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ বলেছেন, বেহেস্তবাসী মনে মনে যা বাসনা করবে সেটাই তাদের দেওয়া হবে। অতএব এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। জান্নাত লাভ করাটাই হচ্ছে আসল বিষয়।

নূর, ধানমন্ডি , ঢাকা

প্রশ্ন -১৭. সামনের দুই দাঁতের মাঝখানে ফাঁকা বন্ধ করা বা আঁকাবাঁকা দাঁত সোজা করা কি জায়েজ?

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ, এটি করা যাবে। এতে কোন দোষ নেই। তবে এমন কিছু করা যাবে না যাতে করে তার চেহারার মধ্যে কোন বিকৃতি ঘটে।

প্রশ্ন -১৮. অনেক মেয়েদের অনাকাঙ্খিক্ষতভাবে গোঁফ উঠেয়া দেখতে খুবই বিশ্রি লাগে। এগুলো তুলে ফেলা যাবে কি?

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ, ঐ ধরনের গোঁফ মেয়েরা তুলে ফেলতে পারবেন। এতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন -১৯. রাসূল (স.)-এর সামনের দাঁত ফাঁকা ছিলো। তাই দাঁত ফাঁকা থাকাটা সুন্নাতের সওয়াবের মত কথাটি
কি সত্য ?

উত্তর : কোরআন হাদিসে এ ধরনের কোন কথা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

সাহাবুদ্দিন সজল, ঢাকা

প্রশ্ন -২০. আমি রিকশাওয়ালার সাথে ঝগড়া করে তার পাওনা ভাড়া ২০ টাকা না দিয়ে চলে আসি। এখন অনুতপ্ত, করণীয় কি?

উত্তর : কাজটি গর্হিত অন্যায়। আপনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চান এবং তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। না পাওয়া গেলে অন্য কোন রিকশাওয়ালা বা গরীবকে ঐ পরিমাণ টাকা দিয়ে দিন। আর ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকুন।

আবদুল আহাদ, কুমিল্লা

প্রশ্ন -২১. বিয়ে করা কি ফরজ না নফল?

উত্তর : যার জন্য বিয়ে করা জরুরী তার জন্য এটি ফরজ। অর্থা যার নৈতিক স্খলনের আশংকা রয়েছে তার জন্য বিয়ে অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন -২২. মুসাফির অবস্থায় নামাজ ক্বাজা হলে মুকীম হবার পরে ২ রাকাত অর্থা কসরের ক্বাযা করতে হবে নাকি পুরো নামাজই পড়তে হবে?

উত্তর : প্রথমত নামাজ ক্বাযা করার কোন বিধান নেই। তারপরেও বলা যায় যে মুসাফির অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাজ মুকীম অবস্থায়ও কসরই পড়তে হবে।

প্রশ্ন -২৩. কোরবানীর গোস্তের চর্বি আলাদা করে বিক্রি করা যাবে কি?

উত্তর : জ্বি না, কোরবানীর গোস্তের কোন কিছুই বিক্রি করা যাবে না।

নজরুল ইসলাম, যাত্রাবাড়ী , ঢাকা

প্রশ্ন -২৪. ঘুষখোর লোকের নামাজ পরকালে কোন কাজে আসবে কি?

উত্তর : এ বিষয়টি অবশ্য আল্লাহ নির্ধারণ করবেন। তারপরও বলা যায় যে, ঘুষ খাওয়া গোনাহের কাজ। আর নামাজ পড়া সওয়াবের কাজ। ভালো কাজ নিয়ম অনুযায়ী সওয়াবের আর মন্দ কাজের জন্য গুনাহগার হবেন। শাস্তি ভোগ করবেন। এই দুইয়ের মধ্যে ওজন করেই ফায়সালা করা হবে।

প্রশ্ন -২৫. ঘুষের অপরাধ বড় নাকি সুদের?

উত্তর : দুটোই কবীরাহ গুনাহ।

প্রশ্ন -২৬. অনেক আলেম বলেন যে, বিপদে পড়লে সুদি ব্যাংকে চাকুরী এবং লোন নেওয়া যেতে পারে। তাহলে বিপদে পড়ে ঘুষ খাওয়া সরকারী সম্পদ লুট করা যাবে কি?

উত্তর : কোন অবস্থাতেই গোনাহের বা অন্যায় কাজ করার কোন অনুমতি নেই। কেবলমাত্র বাঁচানা বাঁচা বা জীবন-মরণের প্রশ্ন দেখা দিলে সেক্ষেত্রে ন্যূনতম যতটুকু গ্রহণ না করলে জীবন বাঁচে না ততটুকুই গ্রহণ করা যাবে।

আঃ রাজ্জাক , খুলনা

প্রশ্ন -২৭. একটি কোরআন শরীফ বামদিক থেকে শুরু হয়েছে অর্থা সাজানো হয়েছে বামদিক থেকে প্রথমে সুরা ফাতিহা পরে সুরা বাকারা এটি পড়া যাবে কি?

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ, কেবলমাত্র বামদিকে থেকে শুরু হবার কারণে এটি পড়তে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন -২৮. একটি কোরআন শরীফে আরবী উচ্চারণের নীচে বাংলায় যে উচ্চারণ লেখা আছে তা আরবী উচ্চরণের কাছাকাছিও নয়। আমাদের দেশে অনেকেই না জানার কারণে ভুল উচ্চারণ পড়বে এবং গুনাহগার হবে এ জাতীয় বিষয় তদারকি করার জন্য কোন সংস্থা থাকা জরুরী নয় কি?

উত্তর : বাংলা উচ্চারণ সংশোধনেরও আগে মুসলমানদের নিকট এ কথাটি পৌঁছে দিতে হবে যে আমরা যেনো বাংলা উচ্চারণের উপরে নির্ভরশীল না থাকি। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সহিহ তেলাওয়াত শিখে নেই। এ কাজটিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত কোন সংস্থা তৈরিরও আগে।

প্রশ্ন -২৯. কোন কোন কোরআন শরীফের শুরুতে সুরার নকশা আঁকা এবং ঐ নকশা তাবিজ বানিয়ে নিলে তার উপকারিতার কথা লেখা আছে এটি কি কোরআন হাদিস সম্মত ?

উত্তর : জ্বি না, নকশা এবং তাবিজের চর্চা করা একেবারেই নিষিদ্ধ ।

সাহাবুল আলম, চট্টগ্রাম

প্রশ্ন -৩০. নামাজের সময় নানা ধরনের চিন্তা আসে এটা কিভাবে দূর করা যায়?

উত্তর : নামাজে এমনটি হয়ে থাকে। এটা হলে নামাজে যা যা পড়া হয় তার অর্থের দিকে খেয়াল করা বা মনোযোগ দিতে হবে। সর্বোপরি আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখা এবং আল্লাহ আমাকে দেখছেন এমন অনুভূতি জাগ্রত রাখা এবং হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ এমন অনুভূতি জাগ্রত রাখা। এভাবে চেষ্টা করলে নামাজে মনোযোগ আনা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ ।

প্রশ্ন -৩১. মসজিদে ঢুকে নামাজ শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত নীরবে ঠোঁট নেড়ে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে কী?

উত্তর : জ্বি হ্যা, কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে।

প্রশান্ত , খুলনা

প্রশ্ন -৩২. রাজনীতি কি ফরজ? ইসলামী বিধি মত পরিচালিত দেশের জন্য নাকি ইসলামী বিধান ছাড়া পরিচালিত দেশের জন্য রাজনীতির বিধান প্রযোজ্য ।

উত্তর : রাসূল (স.) মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে যেভাবে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবার পরে মদীনায় যেভাবে দাওয়াতী কাজ করেছেন, আমাদের তথা সকল মুসলমানকে সেটাই অনুসরণ করতে হবে। রাসূল (স.)-এর প্রদর্শিত পথেই আমাদেরকে চলতে হবে। সুতরাং রাজনীতি যা রাসূল (স.) দেখিয়েছেন সেটি সর্বত্র সকল সময় ফরজ।

প্রশ্ন -৩৩. ওযু করা অবস্থা য় বায়ু নির্গত হলে পুনরায় অযু করতে হবে কি?

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ , এরকম হলে পুনরায় ওযু করতে হবে।

প্রশ্ন -৩৪. গোসলের পূর্বে প্রস্রাব -পায়খানায় ঢিলাকুলুখ ব্যবহার না করলে চলবে কি?

উত্তর : গোসলের পূর্বে ঢিলাকুলুখ ব্যবহার না করেও কেবল পানি দ্বারা পবিত্র হলেই চলবে।

আবুল কালাম, মালিবাগ, ঢাকা

প্রশ্ন -৩৫. অনেক আলেম বলেন হারামখোর ধোকাবাজরা হারাম টাকা মসজিদে দান করলে অনেক নেকী পাবে। যদি তাই হয় তবে পরের হক ফেরত দেবার তো আর দরকার নেই।

উত্তর : মানুষ ক্ষমা পাক এ ব্যাপারে আমাদের আপত্তি না থাকা উচিত। দ্বিতীয় বিষয় হলো পরিকল্পিতভাবে হারামকাজ করে কোন কৌশল অবলম্বন করে কেউ পার পেয়ে যাবে এটা সঠিক নয়। সর্বোপরি এসব বিষয়ে কোন আলেমের উপর নির্ভর না করে নিজেরা কুরআন হাদিস জানার চেষ্টা করুন এবং যথাসম্ভব আÍ সমালোচনা করা এবং নিজের অবস্থা সম্পর্কে বেশি বেশি ভাবা উচিত অন্যেরটার চাইতে।

গিয়াস উদ্দিন , ঢাকা

প্রশ্ন -৩৬. যারা সীমাহীন দুর্নীতি করে তাদের মোনাফেক বলা যাবে কি?

উত্তর : আসলে যে মোনাফেক তাকেই মোনাফেক বলা যায়। আর মোনাফেকের সংজ্ঞা হলো যে মিথ্যা বলে, আমানতের খেয়ানত করে, ওয়াদা খেলাফ করে রাসূল (স.) তাকে মোনাফেক বলেছেন। আর একজনকে মুনাফেক বলতে পারলেই আপনার কি কোন সুবিধা বা উপকার হবে? যে অপরাধে তাকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন। তার অপরাধের নামও আল্লাহই দিবেন। এ বিষয় নিয়ে আমাদের এতটা না ভাবলেও কোন অসুবিধা হবে না।

আবু তালহা, ঢাকা

প্রশ্ন -৩৭. স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর লজ্জাস্থানে মুখ দিতে পারবে কি?

উত্তর : এ কাজটিস্বাস্থ্যকর কাজ নয়। কাজটা অনাকাঙ্ক্ষিত , অস্বাস্থ্যকর অনভিপ্রেত । তাই এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকাই উত্তম । যদিও ইসলামী শরিয়তে এটি হারাম নয়।

প্রশ্ন -৩৮. সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় সহবাস করা কি জায়েজ?

উত্তর : সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় সহবাস করা নাজায়েজ নয়। তবে এ ক্ষেত্রে চিকি সকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্ন -৩৯. সন্তান প্রসবের কতদিন পরে সহবাস করা যাবে?

উত্তর : সন্তান প্রসবের পরে সর্বোচ্চ ৪০ দিন পরে সহবাস করা যাবে। তবে ৪০ দিনের আগেই যদি স্ত্রীর রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে বন্ধ হবার পরেই সহবাস করা যাবে।

মাহফুজ, দক্ষিণখান , ঢাকা

প্রশ্ন -৪০. অনেক আলেম বলেন ক্বাবাঘরের হাজরে আসওয়াদ মানুষের পাপ শুষে কালো হয়ে গেছে। এরকম বলা ও বিশ্বাস করা শিরক নয় কি? হযরত ওমর (রা.) এই

পাথরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে পাথর ভালো -মন্দ কোন কিছুই করার ক্ষমতা তোমার নেই।

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ , আপনি আলিমদের কাছ থেকে যা শুনেছেন তা সঠিকই শুনেছেন। কারণ, বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে যে, আসওয়াদ পাথরটি মানুষের পাপ শোষণ করে কালো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, “হাজরে আসওয়াদটি জান্নাত থেকে এসেছে এবং তা দুধের চেয়েও বেশি সাদা ছিল। তারপর মানব জাতির গুনাহসমূহ সেটিকেকালো করে দেয়। (সুনান তিরমিযী, হাদিস নম্বর : ৮৭৭)। হাদীসের এ ভাষ্য থেকে কিন্তু হাজরে আসওয়াদের ভালো -মন্দ কোনো কিছু করার ক্ষমতা আছে তা বুঝা যায় না। কাজেই উমার রা.-এর কথাটিও যথার্থ ।

মোঃ তানভীর হোসাইন , ঢাকা

প্রশ্ন -৪১. রাসূল (স.) চার রাকাত সুন্নত নামাজ একত্রে আদায় করেছেন এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদিস রয়েছে কি?

উত্তর : সুন্নাত ও নফল সালাতের ক্ষেত্রে চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতগুলো দুই রাকাত করে পড়া উত্তম , তবে চার চার রাকাত একই সালামে আদায় করাও জায়েজ। আয়েশাকে (রা.) আবু সালাম (রা.) রাসূলুল্লাহর রমযান মাসের সালাত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. রমজান মাসে ও রমজান মাসের বাইরে এগারো রাকাতের বেশি পড়েন নি। তিনি (প্রথমে) চার রাকাত পড়তেন যার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে তুমি জানতে চেয়ও না। তারপর আরো চার রাকাত পড়তেন যার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে তুমি জানতে চেয়ও না। তারপর তিন রাকাত পড়তেন (সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর : ১১৪৭)

আবদুল মান্নান , চট্টগ্রাম

প্রশ্ন -৪২. নামাজে হাত বাঁধার সহীহ স্থান কোথায় : বুকের উপরে, নাভির নীচে নাকি নাভির উপরে।

উত্তর : সালাতে হাত বাঁধার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি হাদীস থেকে জানা যায় তা হলো , বাম হাতের ওপর ডান হাত বাঁধা। কিন্তু হাত কোথায় বাধবে এ সংক্রান্ত যে হাদীসগুলো রয়েছে সেগুলোর সবকটির ব্যাপারেই মুহাদ্দিসগণ দুর্বলতার দাবী করেছেন। তবে সার্বিকভাবে নাভির নিচে হাত বাধার হাদীসগুলোর তুলনায় বুকের উপর হাত বাধার

হাদীসগুলোকে অনেক ইসলামী পন্ডিতগণ বেশি শক্তিশালী বলে মনে করেন। ফিকহবিদদের মতে, এক্ষেত্রে যে যেখানেই হাত বাধুক না কেন তার সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। ইমাম তিরমিযী বলেন, "কেউ কেউ মনে করেন, হাতদ্বয় নাভির ওপর বাঁধতে হবে, আবার কেউ কেউ মনে করেন নাভির নিচে বাঁধতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে, যে কোনোটি করলেই চলবে।" (সুনান তিরমিযী, ২৫২ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যা)।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন -৪৩. আমার স্বামী মারা যাবার সময় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা রেখে গেছেন। ঐ টাকা থেকে আমি, আমার এক ছেলে, এক মেয়ে ও শশুড় শাশুড়ি কে কত পাবো ?

উত্তর : ইসলামী বিধান মতে ঐ টাকা থেকে আপনি পাবেন ১৮,৭৫০/- টাকা। আপনার শ্বশুর পাবেন ২৫,০০০/- টাকা শাশুড়ি পাবেন ২৫,০০০/- টাকা। আপনার ছেলে পাবে ৫৪,১৬৬.৬৬ টাকা মেয়ে পাবে ২৭,০৮৩.৩৪ টাকা।

মামুন, যশোর

প্রশ্ন -৪৪. "সালাত জান্নাতের চাবি" হাদিসটির বর্ণনাকারী কে এবং এটি কি সহীহ হাদিস?

উত্তর : 'সালাত জান্নাতের চাবি' সংক্রান্ত হাদিসটি জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদিসটি তার গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন। হাদিস নম্বর : ৪। শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ লিগাইরিহি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ হাদীসটি দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

আঃ মান্নান

প্রশ্ন -৪৫. বিতর সালাতের সহীহ নিয়ম বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।

উত্তর : ইসলামী পন্ডিতগণ বিতর সালাত সংক্রান্ত হাদিসগুলোর গবেষণার ভিত্তিতে বিতরের সালাত আদায়ের বেশ কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তিনটি পদ্ধতি বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

এক. প্রথমে দু'রাকাতের নিয়তে সালাত শুরু করে দু'রাকাত শেষে সালাম ফিরিয়ে সালাত সমাপ্ত করা এবং পরে এক রাকাতের নিয়তে আবার সালাত শুরু করা এবং সুরা ফাতিহা ও কিরাত পড়ার পর রুকুতে চলে যাওয়া। রুকু থেকে উঠে দু'হাত তুলে দোয়া করে দোয়া শেষে রুকু সাজদাহ ও বৈঠকের মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

দুই. তিন রাকাতের নিয়তে সালাতে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতে না বসে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং তৃতীয় রাকাতে চলে যাওয়া এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও কিরাত পড়ার পর রুকুতে চলে যাওয়া। রুকু থেকে উঠে দু'হাত তুলে দোয়া করে দোয়া শেষে সাজদাহ ও বৈঠকের মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

তিন. তিন রাকাতের নিয়তে সালাতে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতে বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া। তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও কিরাত পড়ার পর আল্লাহু আকবার বলে হাত উঠিয়ে আবার হাত বাঁধা এবং দোয়ায়ে কুনুত পড়া। দোয়া শেষে সাজদাহ ও শেষ বৈঠকের মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, “(বিতর সালাতে) দোয়ায়ে কুনুত পড়ার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে তিনটি দল রয়েছে। যার দু'দল দু'টি মত অবলম্বন করেছেন, আর আরেকদল মধ্যপন্থা অবলম্বণ করেছেন। একদল মনে করেন, দোয়ায়ে কুনুত রুকুর আগে হবে। আরেকদল মনে করেন, দোয়ায়ে কুনুত রুকুর পরে হবে এবং তৃতীয় দল যেমন, ইমাম আহমাদ, আহলে হাদীসগণ প্রমুখ মনে করেন, উভয়টিই সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। তবে রুকুর পরে কুনুত পড়াটি বেশি যক্তিযুক্ত।” (মাজমুউল ফাতওয়া, ২৩/১০০)।

প্রশ্ন -৪৬. এমন একটি সহিহ হাদিস জানতে চাই যার দ্বারা প্রমাণ করা যাবে যে বর্তমান ইহুদী খ্রীষ্টান সভ্যতাকে দাজ্জাল বলা যাবে না।

উত্তর : বর্তমান ইহুদি খ্রীষ্টান সভ্যতাকে দাজ্জাল বলা যাবে মূলত এর পক্ষে কোন দলিল থাকলে সেটি জানা প্রয়োজন। বলা যাবে না এর কোন দলিল প্রয়োজন হয় না।

মোঃ নজরুল ইসলাম, যশোর

প্রশ্ন -৪৭. আমার স্ত্রীর কোন সন্তান না হওয়ায় আমার বাবা মা স্ত্রীকে তালাক দিতে বলছেন। কিন্তু আমি ও আমার স্ত্রী এটা চাই না। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে করণীয় জানতে চাই।

উত্তর : শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে শুধুমাত্র সন্তান না হওয়ার কারণে বাবা মা কর্তৃক এ ধরনের আদেশ পালন না করলেও কোন অসুবিধা নেই। তবে বাবা মা'র সাথে এ নিয়ে কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ করা যাবে না। তাদেরকে বিনয়ের সাথে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

মোঃ খায়রুল আনাম, কুমিল্লা

প্রশ্ন -৪৮. মসজিদের ডেকোরেশন কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে অসহায় মানুষকে সাহায্য না করে এটা করাটা কতটা বৈধ।

উত্তর : মসজিদ নির্মাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সওয়াবের কাজ, তবে প্রয়োজনে অতিরিক্ত খরচ করা উচিৎ নয়। অসহায়কে সাহায্য করা আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয় আমল। এ দু'টো কাজকে পরস্পর মুখোমুখি করা ঠিক হবে না। প্রয়োজন বুঝে উভয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রশ্ন -৪৯. মসজিদ আবাদ করা অর্থ কি?

উত্তর : এর অর্থ হলো নিয়মিত মসজিদে আযান হওয়া, জামাত হওয়া, মসজিদের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা। অযু করার সু-ব্যবস্থা রাখা, মুসল্লিদের প্রয়োজনীয় সুযোগ -সুবিধা বিধান করা। মসজিদভিত্তিক সমাজ গঠনের চেষ্টা করা।

প্রশ্ন -৫০. কোন কারণবশত বিতর নামায আদায় না করলে কি গুনাহ হবে?

উত্তর : কোন কোন ইমামের মতে বিতর নামায ওয়াজীব। আবার কারও মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। ইবাদতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা আদায় করা উচিৎ।

অনুলিখন : এস. এম. ফায়ছাল আযাদ

এই বিভাগে আপনিও প্রশ্ন পাঠাতে পারেন

প্রশ্ন পাঠাবার ঠিকানা : মাসিক জিজ্ঞাসা , বাড়ী নং-১৫, সোনারগাও জনপথ, সেক্টর -৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০